

# বিশ্বকাপ ফুটবল ২০০৬, বুনোহাতির স্বপ্নযাত্রা

কাজী জহিরুল ইসলাম

বোর্ডিং কার্ড নেবার সময় কৃষ্ণসুন্দরীকে বললাম, উইন্ডো সিট প্লিজ।

প্লেনে উঠে আমি সবসময় প্রার্থনা করি পাশের সিটে যেন কোনো যাত্রী না বসে। তাহলে কিছুটা হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে বসা যায়। সাড়ে দশ ঘণ্টার আকাশভ্রমণ, আবিদজান থেকে দুবাই। আরাম করে বসতে না পারলে ভ্রমণের ধকলটা বেড়ে যায়। আমার এই প্রার্থনা প্রায়শই কবুল হয়। আজ হলো না। পাশের সিটে এসে বসলেন পিটানো স্বাস্থ্যের এক জবরদস্ত কালো পুরুষ, সাড়ে ছয়ফুল লম্বা, বিয়াল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি। বসেই আমার দিকে তাকিয়ে হাতের দাঁত দেখালেন। আমিও জবাবে ওর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলাম। এরপর আধঘণ্টা। দুজনের মুখ দু’দিকে। বর্ণবৈষম্য এক ভয়ঙ্কর পাপ। কথাটা মনে হতেই বোঁটকা গন্ধ অতিক্রম করে ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। আমি কাজী, অনুসিতে কাজ করি। ও জানালো, ওর নাম এম্মে, আইনজীবী ফুটবল খেলোয়াড়। যাচ্ছে তুরস্কের আনাতলি, আইনজীবী ফুটবলারদের বিশ্বকাপ খেলতে। বিষয়টা আমি প্রথমে বুঝতেই পারি নি। ভেবেছিলাম ও বুঝি আইভরিয় ফুটবল দলের আইনজীবী, জার্মানিতে যাচ্ছে দলের সাথে। আমার চোখ সবুজ টি-শার্ট আর লাল ক্যাপ পরা ৪৫ জন যুবকের ভিড়ে একটি মুখ খুঁজতে শুরু করলো, যার নাম দিদিয়ের্খ দ্রগবা। দ্রগবা আইভরিকোস্ট বিশ্বকাপ স্কোয়াডের দলনেতা। আইভরিকোস্টের সোনার ছেলে। ইংল্যান্ডের চেলসিতে খেলো। চেলসির অ্যাসেট। ১ কোটি ৭০ লক্ষ আইভরিয় অধীর আগ্রহে যার পায়ের দিকে তাকিয়ে উত্তেজনায় কঁপে উঠছে। এম্মেকে প্রশ্ন করলাম, কি আশা করছো? ও বললো, দ্রগবা যদি জ্বলে উঠতে পারে তাহলে আমরা কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারি।

একদিন সকালে অফিসে গিয়ে শুনি, আজ তিনটায় অফিস ছুটি। কারণ হাতিরা আজ ফুটবল খেলবে। নাইজেরিয়ার বিরুদ্ধে আফ্রিকান কাপের সেমিফাইনাল। পুরো আবিদজানে টানটান উত্তেজনা। আবালবৃদ্ধবণিতার মুখে শুধু একটাই কথা, ফুটবল। রাস্তায় রাস্তায় আইভরিকোস্টের পতাকাশোভিত গাড়ির মিছিল, তরুণ-তরুণীর কণ্ঠে একটাই অমিয় স্লোগান, দ্রগবা, দ্রগবা। হাতিদের রাজাহাতি দ্রগবা। ঘরে ফিরেই টিভির সামনে বসে পড়লাম। ৯০ মিনিটের ছন্দময় ফুটবল। হাতিরা জিতে গেল। এবার ফাইনাল। স্বাগতিক মিশরের বিরুদ্ধে। আমরা আবাবো একটি অর্ধদিবস ছুটি পেলাম। ফাইনালে দ্রগবা জ্বলে উঠতে পারেন নি। কম করে হলেও তিনটি চমৎকার গোলার সুযোগ নষ্ট করেন তিনি। গোলশূন্য খেলা টাই ব্রেকারে গড়ায়। দ্রগবা মিস করলেন। কান্নার রোল উঠলো পুরো আইভরিকোস্টে। হাতিরা হেরে গেল। এ কষ্ট ক্ষণিকের। ১৭ মিলিয়ন মানুষের চোখ পরক্ষণেই জ্বলে ওঠে। হাঙ্গুর্গে নিশ্চয়ই দ্রগবা যাদু দেখাবে।

উত্তর-দক্ষিণে বিভক্ত আইভরিকোস্ট চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি নিয়ে বিম মেরে আছে। সকলের চোখ এখন জার্মানিতে। জার্মানীর যুদ্ধটা খুব সহজ হবে না জানেন আইভরিয়রা। ‘সি’ গ্রুপে সার্বিয়াকে সহজভাবে নিলেও অন্য দুই পরাজিত আর্জেন্টিনা এবং ফিফা র‍্যাংকিংয়ে তিন নম্বরে থাকা ইংল্যান্ডের যে কোন একটিকে টপকে দ্বিতীয় পর্বে ওঠা হবে এক অসাধ্যসাধন। আবিদজানের পথে-প্রান্তরে এখন এটাই আলোচনার বিষয়। নড়ে-চড়ে বসলো এম্মে। প্লেনের চাকা তখন রানওয়ের মাটি ছুঁয়েছে। ঘানার রাজধানী

আক্রা বিমানবন্দর। জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের দেশ। ঘানাও এবার বিশ্বকাপ খেলবে। খেলবে আইভরিকোস্টের আরেক প্রতিবেশী দেশ টোগো। ভাবতে অবাক লাগে পশ্চিম আফ্রিকার তিনটি দরিদ্র প্রতিবেশী দেশ একসাথে বিশ্বকাপের চূড়ান্তপর্বে খেলতে যাচ্ছে। গত আঠারো মাসে আইভরিকোস্টের বাণিজ্যিক রাজধানী আবিদজানকে মোটামুটি চষে ফেলেছি। যে শহরটিকে বলা হয় পশ্চিম আফ্রিকার প্যারিস। একটি মাত্র স্টেডিয়াম ছাড়া ফুটবল খেলার উপযোগী তেমন কোনো মাঠ আমার চোখে পড়ে নি পুরো আবিদজানে। ছেলেরা রাস্তার ওপর কাঠের মোবাইল গোলপোস্ট পেতে সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা-বিকেল ফুটবল খেলে। গাড়ি এলে সেই খেলা থেমে যায়, গাড়ি চলে গেলে আবার খেলা শুরু হয়। পেটে খাবার নেই, মাথার ওপর নিরাপদ ছাদ নেই, রাজনৈতিক স্থিতি নেই, কাজ নেই, টাকা নেই কিন্তু ফুটবল আছে। যে কেউ, যখন-তখন ফুটল খেলতে নেমে পড়ে। এমঁ বললো, আমি খুব আশাবাদী। আমাদের ২৩ জনের যে স্কোয়াড তারা সবাই ইউরোপের মাঠ ও প্রকৃতির সাথে পরিচিত। দলের ২২ জনই ইউরোপের বিভিন্ন ক্লাবে খেলো। তার মধ্যে ১৩ জন খেলে ফ্রান্সে আর ৩ জন ইংল্যান্ডে। জার্মানিতে খেলা প্লেয়ারও রয়েছে। আর দেখো ফিফা রথকিৎয়েও আমাদের অবস্থানটাও খারাপ না, ৩২ নম্বরে আছি। দ্রগবা ছাড়াও দলের ১০ নম্বর জার্সিধারী গিলে ইয়্যাপি ইয়্যাপো এবং ৯ নম্বর জার্সিধারী অরুনা কোনে খুব উচুমাপের খেলোয়াড়। যদিও আমরা এই প্রথম বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছি কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এলিফ্যান্টরা একটা কিছু ঘটাবে।

একখন্ড মেঘ জানালার কাচ ছুঁয়ে উড়ে গেল। এমঁ আমাকে প্রশ্ন করলো, তোমার কি মনে হয়? আমরা কি খালি হাতে ফিরে আসবো? প্রশ্নটা করেই ও আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো। সেই চোখে স্বপ্নের ঘোর। টলমল করছে ওর বড় বড় কালো চোখ দুটি। আমি জানি জাতিগত দ্বন্দ্ব সংঘাতে জর্জরিত একটি বিভক্ত দেশের এই যুবক কি শুনতে চায় আমার কাছে। ফুটবলকে কেন্দ্র করে এক নতুন স্বপ্নের সৌধ রচনা করেছে রাজনৈতিক দ্বিধার দোলায় দোদুল্যমান আইভরিয়গণ। সমস্ত সংঘাত, সমস্ত দ্বিধা, জাতিগত বিদ্বেষ ভুলে আজ ১৭ মিলিয়ন আইভরিকোস্টবাসীর স্বপ্ন একটি বিন্দুতে এসে স্থির হয়েছে। ১৭ মিলিয়ন মানুষের স্বপ্নের প্রতিফলন আমি দেখতে পাচ্ছি এমঁ নামের এই যুবকের তৃষার্ত চোখে। ওর চোখদুটিইতো সেই রূপকথার গজমোতি। আমি কোনোরকম দ্বিধা না করেই বললাম, একদল বুনো হাতি প্রতিবন্ধকতার দেয়াল ভেঙেছে। ওদের আর ঠেকানো যাবে না।